বিষয়বস্তুঃ সূরা নাস্‌র

রবীউস সানীর তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৫ রবীউস সানী ১৪৪৪ হিজরী, ১১ নভেম্বর ২০২২)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৭২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ صَدَقَ اللّٰهُ العَظِيْمُ

সম্মানীয় ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউস সানী মাসের ১৫ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা সূরা নাস্‌রের তাফসীর করব, ইনশা আল্লাহ। এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এতে মোট ৩ টি আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

"যখন আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয় আসবে।"

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجا

“এবং আপনি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখবেন।”

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

“তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।” এ পর্যন্ত সূরার তরজমা শেষ হল।

এ সূরাটি কুরআন মজীদের ১১০ নম্বর সূরা। সূরার নাম সূরা নাস্‌র। ‘নাস্‌র’ শব্দের অর্থ সাহায্য করা। যেহেতু এ সূরার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরাট সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে ‘নাস্‌র’।

এ সূরাটি কবে নাযিল হয়েছিল, এ সম্পর্কে তাফসীরে রূহুল মাআ’নীতে হযরত কতাদাহ (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ নবীজির ইন্তেকালের দু’বছর পূর্বে সূরা নাস্‌র অবতীর্ণ হয়। আর সহীহ মুসলিমের ৩০২৪

নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, সূরা নাস্‌র কুরআন মাজীদের সর্বশেষ সূরা, যা সম্পূর্ণ এক বারে নাযিল হয়েছিল। অর্থাৎ, এ সূরাটির পর পরিপূর্ণ কোন সূরা নাযিল হয়নি। তবে বিভিন্ন সূরার কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল।

সূরা নাস্‌রের ফযীলতঃ

সূরা নাস্‌রের ফযীলত সম্পর্কে সুনানে তিরমিযীর ২৮৯৫ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهَ رُبْعُ الْقُرْاٰنِ “সূরা নাস্‌র কুরআনের ৪ ভাগের একভাগ।” অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি যদি একবার সূরা নাস্‌র পাঠ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে চার ভাগের একভাগ কুরআন পড়ার সাওয়াব দান করবেন।

সূরা নাস্‌রের বিষয়বস্তুঃ

এ সূরার প্রথম দু’আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ৩ টি বিষয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং শেষ আয়াতে ৩ প্রকার আমলের আদেশ

দিয়েছেন। সুসংবাদ ৩ টি হলঃ (১) আল্লাহ তায়ালার সাহায্য আসবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে এমন বিশেষ সাহায্য করবেন, যার ফলে কাফিররা নবীজিকে কখনও পরাস্ত করতে পারবে না। বরং, তাঁর কাছে নত হয়ে যাবে। (২) বিজয় দান। এখানে বিজয় বলতে মক্কা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, যে মক্কা শহরে কাফিররা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, তারা নবীকে মক্কা ছাড়তে বাধ্য করেছিল, মদীনায় হিজরতের পরেও তারা সেখান থেকে একাধিকবার নবীজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, এ সূরার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নবীকে সেই মক্কা শহর জয় করার সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেনঃ আমি আপনাকে এমন সাহায্য করব যে, আপনার শত্রুরা চরম ভাবে পরাস্ত হবে। যে মক্কা থেকে আপনাকে গোপন ভাবে হিজরত করতে হয়েছে, অতি শীঘ্রই আপনি সেই মক্কা শহরে সসম্মানে প্রবেশ করবেন।

মক্কা বিজয়ের ইতিহাস খেয়াল করুন। অষ্টম হিজরীর রমাযান মাসে ১০ হাজার সাহাবীদের বিরাট বাহিনী নিয়ে

নবীজি মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। ‘সীরাতে মুস্তাফা’ কিতাবের ৩য় খণ্ডের ৩৫ পৃষ্ঠায় মু’জামে তবরানী’র উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা আছে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেনঃ এটা সেই বিজয়, যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন। অতঃপর তিনি সূরা নাস্‌র তিলাওয়াত করেছিলেন। নবীজি আরও বলেছিলেনঃ এমন এক সময় ছিল, যখন আমি এ শহর থেকে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করেছিলাম। শত্রুদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এখান থেকে চলে গিয়েছিলাম। আর এখন এমন সময় এসেছে যে, আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়া ও মেহেরবানিতে আমি এ শহরে অত্যন্ত সম্মান ও মান-মর্যাদা সহকারে প্রবেশ করছি।

(৩) এ সূরার মধ্যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তৃতীয় সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا "আপনি দেখতে পাবেন যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন-ইসলাম গ্রহণ করছে।"

মক্কা বিজয়ের আগে পৃথক পৃথক ভাবে দু'একজন করে লোক ইসলাম গ্রহণ করতেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর প্রত্যেক গোত্র থেকে বিরাট সংখ্যক মানুষ নবীজির খিদমতে হাযির হয়ে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করেছেন এবং এলাকায় ফিরে গিয়ে আপন গোত্রের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। মক্কার মুশরিকরা যারা এতদিন যাবত ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তারাও ইসলামের সত্যতা বুঝতে পেরে নবীজির খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সুধীবৃন্দ ! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেছিলেন, তখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। তারা এ কথা বলাবলি করত যে, যদি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কাবাসীদের উপর জয়লাভ করেন, তাহলে আমরা মনে করব যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার সত্য নবী। আর যদি কুরাইশরা জয়লাভ করে, তবে বুঝবো যে, তিনি মিথ্যাবাদী। অতঃপর, যখন নবীজি মক্কা জয় করেছিলেন, তখন নবীর নবুওয়াতের ব্যাপারে তাদের আর কোন সন্দেহ ছিল না।

তাই মক্কা বিজয়ের পর আরবের বিভিন্ন গোত্রের মানুষেরা একে অপরকে এ কথা বলেছিল যে, মক্কা এমন নিরাপদ শহর যে, আল্লাহ তায়ালা আবরাহা বাদশাহ ও তার সেনা বাহিনীকে চিরতরে ধ্বংস করে কাবা ঘর ও এ শহরের হেফাযত করেছেন। মুহাম্মাদ যদি আল্লাহর নবী না হতেন, তবে তিনি মক্কা জয় করতে পারতেন না। আবরাহা বাদশা'র মত আল্লাহ তায়ালা তাঁকেও ধ্বংস করে দিতেন। এই বলে তারা দলে দলে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাফসীরে রূহুল মাআনীতে এসব কথা লেখা আছে।

শেষ আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এ সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

“আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।”

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা জয় ও ব্যাপক হারে লোকদের ইসলাম গ্রহণ করা, এসব নিয়ামত পাওয়ার পর ৩ প্রকার আমলের আদেশ দিয়েছেনঃ (১) তাসবীহ পড়তে বলেছেন। ‘তাসবীহ’ শব্দের মানে হল, আল্লাহর দোষক্রটি থেকে পাক-পবিত্র হওয়া বর্ণনা করা। سُبْحَانَ اللهِ মানে হল, আমি এ কথা ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় দোষক্রটি থেকে মুক্ত।

(২) আল্লাহর প্রশংসা করতে বলেছেন। اَلْحَمْدُلِلّٰهِ মানে হল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। অর্থাৎ, দুনিয়ার যে কোন স্থানে যে কোন বস্তুর প্রশংসা করা হোক

না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ তায়ালার প্রাপ্য। কারণ, মখলূকের মধ্যে যত উত্তম গুণাবলী আছে, সবই আল্লাহর দান। তাই তিনি হলেন সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। (৩) আল্লাহ তায়ালা নবীকে ইস্তেগফার করতে বলেছেন। ইস্তেগফার কখনও গোনাহ মাফের জন্য হয়ে থাকে। আবার কখনও শুধুমাত্র নেকী হাসেল করা ও নিজের বান্দা সুলভ পরিচয় দেওয়ার জন্য হয়ে থাকে। নবীজি যেহেতু মা'সূম, তাই তাঁকে আল্লাহ তায়ালা গোনাহ মাফের জন্য নয়, বরং বান্দা সুলভ পরিচয় দেওয়ার জন্য ইস্তেগফার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর থেকে নবীজি অধিক পরিমাণ তাওবা-ইস্তেগফার ও আল্লাহ তায়ালার হাম্‌দ ও তাসবীহ পড়তেন। সহীহ মুসলিমের ৪৮৪ নম্বর হাদীসে হযরত আইশা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পরিমাণে

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

এই দুআটি পড়তেন। হযরত আইশা (রযি) নবীজিকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে বলেছিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি আপনাকে এ দুআটি অধিক সংখ্যায় পড়তে দেখি ! উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমি অতি শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে (বিজয় দলে দলে ইসলাম গ্রহণের) একটি নিদর্শন দেখতে পাব। যখন আমি সে আলামত দেখতে পাব, তখন যেন অধিক পরিমাণে এই দুআটি পড়তে থাকি। আর আমি সে আলামত দেখতে পেয়েছি। অতঃপর নবীজি আইশা রযিয়াল্লাহু আনহার সম্মুখে সূরা নাস্‌র পাঠ করেছিলেন।

শ্রোতামণ্ডলী ! পরিশেষে তাওবা-ইস্তেগফার সম্পর্কে কিছু কথা বলে রাখি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মা'সূম বা নিষ্পাপ। তাছাড়া কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা নবীজির সবকিছু মাফ হয়ে যাওয়ার ঘোষণাও করে দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও এ সূরার শেষাংশে নবীজিকে আল্লাহ তায়ালা ইস্তেগফার করার আদেশ দিয়েছেন। আর নবীজিও বেশি বেশি করে ইস্তেগফার

করতেন। মুসনাদে আহমাদের ২৩৩৪০ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ মূসা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

“আমি প্রতিদিন একশ’ বার আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তেগফার করি।”

কোন কোন মুফাসসিরের মতে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবীজি এত বেশি পরিমাণে ইস্তেগফার করতেন। অর্থাৎ, মা’সূম ও নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও যখন নবী আল্লাহর কাছে এত বেশি ইস্তেগফার করেন, তখন গোনাহগার উম্মতের কত বেশি ইস্তেগফার করা উচিত, তা ভাবা দরকার। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, সে ব্যক্তির জন্য বিশেষ সুসংবাদ রয়েছে, যে হাশর মাঠে নিজের আমল নামায় বহু ইস্তেগফার দেখতে পাবে। তাওবা-ইস্তেগফার করাটা ভাগ্যবান মানুষের লক্ষণ। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ সমস্ত আদম সন্তান গোনাহগার। এই গোনাহগারদের মধ্যে ভালো

তারাই, যারা বেশি বেশি তাওবা করে। আরেকটি হাদীসে তিনি বলেছেনঃ গোনাহ করার পর যে ব্যক্তি তাওবা করে, যে ওই ব্যক্তির মত নিষ্পাপ হয়ে যায়, যে ব্যক্তি আদৌ গোনাহ করেনি।

পরিশেষে, আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে বেশি বেশি তাওবা-ইস্তেগফার করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহুল্লাহ
মাষ্টার আশিক ইকবাল